আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
কিতাব "গীবত কি তাবাকারিয়া"র একটি অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২২
WEEKLY BOOKLET:222

ইমাম আবু হানিফা'র উত্তম আচরণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

তুলা বিক্রেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো!

দোকানদারদের পারস্পরিক গীবতের ১০টি উদাহরণ

ইমাম আযমের তাঁর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর সাথে উত্তম আচরণ

আমি নামায থেকে পালাতাম

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

এই বিষয়বস্তু "গীবত কি তাবাকারিয়াঁ" ৩০১-৩১৭ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর

উত্তম আচরণ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"ইমাম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উত্তম আচরণ"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সদকায় সর্বদা জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করা এবং গীবত, চুগলী থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো আর বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৩৫, হাদীস ১৭২৯৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১) দু'জন গীবতকারী মহিলার ঘটনা

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان একদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ আমি অনুমতি দিবোনা, তোমাদের মধ্যে কেউ ইফতার করবেনা। সকলে রেযা রাখলো, যখন সন্ধ্যা হলো তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এক একজন করে বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করতো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি রোযা রেখেছি, এখন আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি ইফতার করতে পারি। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অনুমতি দিতেন। একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে আর আপনার বরকতময় দরবারে আসতে লজ্জাবোধ করছে, তাদেরকে অনুমতি দিন যাতে তারাও রোযার ইফতার করে নেয়। **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার কাছ থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো আরয করলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো একই কথা পূনরাবৃত্তি

www.dawateislami.net

করলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে) ইরশাদ করলেন: "তারা দু'জন রোযা রাখেনি, তারা কিভাবে রোযাদার হলো তারাতো সারাদিন মানুষের মাংস খাওয়াতে লিপ্ত ছিলো! যাও, তাদের উভয়কে আদেশ দাও যে, তারা যদি রোযা পালন করে থাকে, তবে যেনো বমি করে দেয়।" সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাদের নিকট উপস্থিত হলো ও তাদেরকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনিয়ে দিলেন। তারা দু'জন বমি করলো, তখন বমিতে জমাট বাধা রক্ত বের হলো। সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে ফিরে এসে সব ঘটনা বর্ণনা করলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যদি তা তাদের পেটে অবশিষ্ট থাকতো, তবে উভয়কে আগুন গ্রাস করতো। (কেননা তারা গীবত করেছিলো) (যম্মুল গীবত লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা, নম্বর ৩১)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে: যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই সাহাবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন তিনি সামনে এসে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা উভয়ে পিপাসায় মৃত্যুর নিকটবর্তী

www.dawateislami.net

প্রায়। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: তাদের উভয়কে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারা উভয়ে উপস্থিত হলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পাত্র আনালেন ও তাদের মধ্যে একজনকে আদেশ দিলেন: এতে বমি করো! সে রক্ত, পূঁজ ও মাংস বমি করলো, এমনকি অর্ধেক পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপরজনকেও বমি করার নির্দেশ দিলেন: তুমিও বমি করো! সেও অনুরূপ বমি করলো, এমনকি পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলো। **আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দু'জন **আল্লাহ পাকের** হালালকৃত জিনিস (অর্থাৎ পানাহার ইত্যাদি) থেকে তো রোযা রেখেছে কিন্তু যে সমস্ত জিনিস **আল্লাহ পাক** (রোযা ব্যতীতও) হারাম করেছেন, তা (হারাম বস্তু) দ্বারা রোযার ইফতার করে নিয়েছে! ঘটনা হলো যে, এক মহিলা অপর মহিলার পাশে বসলো ও উভয়ে মিলে মানুষের মাংস খেতে (অর্থাৎ গীবত করতে) লাগলো।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/১২৫, হাদীস ২৩৭১৪)

প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ইলমে গাইব

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেলো, **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে আমাদের

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলমে গাইব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁর গোলামদের যাবতীয় কর্মকান্ডের খবর জানেন। তাইতো সেই মহিলাদের ব্যাপারে মসজিদ শরীফে বসেই অদৃশ্যের সংবাদ ইরশাদ করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, গীবত ও অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত হলে সরাসরি এর প্রভাব রোযায়ও পড়তে পারে, যার কারণে রোযার কষ্ট অসহ্য হয়ে যেতে পারে। যাহোক রোযা অবস্থায় হোক বা না হোক, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ, অন্যথায় তা এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে যে, তাওবা!

সরওয়ারে দ্বী লিযিয়ে আপনে না তোয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা! কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) গীবত থেকে বিরত রাখার চমৎকার কৌশল

হযরত সুফিয়ান বিন হোসাইন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আয়াস বিন মুয়াবিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে গমন করলো, আমি তার দোষ বর্ণনা করা শুরু করে দিলাম, তিনি বললেন: চুপ হয়ে যাও! অতঃপর বলতে লাগলেন:

www.dawateislami.net

সুফিয়ান! তুমি কি রোমান ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো? উত্তর দিলাম: না। তিনি বললেন: তুর্কী ও রোমানরা তো তোমার কাছ থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু একজন মুসলমান ভাই নিরাপদ থাকতে পারলো না (অর্থাৎ তাকে দেখার সাথে সাথেই তুমি তার গীবত শুরু করে দিলে!) হযরত সুফিয়ান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (আমার মন কেঁপে উঠলো ও) এরপর আমি কখনোই কারো গীবত ও মানহানি করিনি। (তামবিহুল গাফেলিন, ৮৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! যখনই আমাদের সামনে কেউ গীবত করে তখন সম্ভব হলে তাকে বুঝানো উচিত, কেননা বুঝানো কখনো ব্যর্থ হয়না। **আল্লাহ পাক** কুরআনের ২৭তম পারার সূরা আয যারিয়াতের ৫৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَّذَكِّرۡ فَاِنَّ الذِّكۡرٰى تَنۡفَعُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ২৭, আয যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর বুঝান! যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী
গুনাহো সে মুজকো বাঁচা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) তুলা বিক্রেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো!

একজন নেককার ব্যক্তি তার সহধর্মিনীর (অর্থাৎ স্ত্রী) জন্য তুলা কিনলেন। যখন ঘরে আসলেন তখন তিনি বলতে লাগলেন: তুলা বিক্রেতা আপনার সাথে ধোকাঁবাজি করেছে। সেই ব্যক্তি স্ত্রীকে সাথেসাথেই তালাক দিয়ে দিলেন! তাকে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন: আমি একজন সম্মানী মানুষ, আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে, কিয়ামতের দিন যদি ঐ তুলা বিক্রেতা গীবত (অপবাদ) এর কারণে তার নিকট নিজেদের হক দাবী করে, তখন হাশরবাসীরা যেনো এই না বলে যে, দেখো! অমুকের স্ত্রীর নিকট তুলা বিক্রেতা তার হক দাবী করছে! এই কারণেই আমি তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। (তামবিহুল গাফেলিন, ৮৯ পৃষ্ঠা)

ব্যবসায়ীদের গীবতের ১৭টি উদাহরণ

হে আশিকানে রাসূল! কোন সম্প্রদায় বা বিভাগের গীবত করা, যেমন বলা" "পুলিশেরা ঘুষখোর হয়ে থাকে।" এটা গুনাহে ভরা গীবত নয়, কেননা পুলিশ বিভাগ বা সম্প্রদায় কিংবা গ্রুপের মধ্যে ভালমন্দ উভয় ধরনের লোক থাকে, তবে কোন সম্প্রদায় বা পুলিশ বিভাগের প্রত্যেকের

www.dawateislami.net

দোষ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হলে তবে অবশ্যই গীবত হবে। উল্লেখিত বর্ণনায় কোন নির্দিষ্ট তুলা বিক্রেতার নয় সামগ্রিকভাবে "তুলা বিক্রেতার" উল্লেখ রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা গীবত হয়নি কিন্তু হয়তো সেই গ্রামে তুলার দুই বা তিনটিই দোকান ছিলো এবং সেই মহিলাটি যেই গীবতপূর্ণ কথা বলেছিলো সেই প্রসঙ্গক্রমে নেককার লোকটি এই উদ্দেশ্য নিয়েছিলো যে, সে আমার এখানকার সকল তুলা বিক্রেতাকেই বিশ্বাসঘাতক ও ধোকাঁবাজ বলেছে, তাই কিয়ামতের ভয়ে সাথেসাথেই তালাক দিয়ে দিলো।

وَاللّٰہُ اَعۡلَمُ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

যা হোক এই ঘটনা থেকে ঐ সমস্ত লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা শরয়ী কোন প্রয়োজন ছাড়া কথায় কথায় ব্যবসায়ীদের গীবত ও অপবাদ মূলক বিনা দ্বিধায় এমন কথা বলে থাকে: ✯ সে ঠকিয়েছে ✯ সে ঠক ✯ প্রতারনা করেছে ✯ গ্রাহকদের লুঠ করেছে ✯ বেশি লাভ করে ✯ তার পণ্য সামগ্রী সবচেয়ে দামী হয়ে থাকে ✯ ধোকাঁবাজ ✯ ভেজাল করে ✯ ওজনে কম দেয় ✯ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে গ্রাহক ফাঁসিয়ে নেয় ✯ অনেক লোভী ✯ সবার শেষে দোকান বন্ধ করে ✯ কাপড় টেনে মাপ দেয় ✯ মাল ধার

www.dawateislami.net

নিয়ে ফেরত দেয়ার নামই নেয়না ✯ তার কাছ থেকে ঋণ আদায় সহজ নয় ✯ ভোগান্তির শিকার হতে হয় ✯ সে সুদখোর ✯ জানিনা কতজনের টাকা আত্মসাৎ করেছে ✯ মিথ্যা শপথ করে।

দেয় রিযকে হালাল আজ পায়ে গাউসে আযম
হারাম মাল সে তু বাঁচা ইয়া ইলাহী
হো আখলাক আচ্চা, হো কিরদার সুতরা
মুঝে মুত্তাকী দে বানা ইয়া ইলাহী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কর্মচারীদের গীবতের ১৮টি উদাহরণ

কর্মচারিদের ব্যাপারে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত প্রচলিত গুনাহে ভরা বাক্যের উদাহরণ: ✯ কামচোর ✯ অলস ✯ আস্ত ঢিলা ✯ সবসময় ছুটি কাটায় ✯ হারাম খোর ✯ দোকানে চুরি করে ✯ কোন কাজে পাঠালে অনেক দেরী করে আসে ✯ যখনই দেখো ফোনে লেগে থাকে ✯ মুখ খুবই চতুর ✯ কথায় কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে যায় ✯ গ্রাহকের সাথে ভাল "ডিল" করতে জানে না ✯ বাউলা ✯ আহাম্মক ✯ বেওকুফ ✯ তার ছলচাতুরী বেড়ে গেছে ✯ একে তো দেরীতে আসে এবং ✯ তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায়

www.dawateislami.net

✯ দোকানে চুরি হয়েছে আমার অমুক কর্মচারীর প্রতি সন্দেহ হচ্ছে।

দোকানদারদের পারস্পরিক গীবতের ১০টি উদাহরণ

হে আশিকানে রাসূল! ব্যবসায় উত্থান-পতন হয়ে থাকে, হাদীসে মুবারাকা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুনাহের কারণেও বরকত শুন্যতা হয়ে থাকে। মুসলমানের উচিত, যদি কখনো বরকত শুন্যতা হয় বা বিক্রি কমে যায় তবে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করা কিন্তু কিছু কিছু লোক এই সময়ে শয়তানের ধোকাঁয় পড়ে কুধারণা, গীবত এবং অপবাদ দিতে থাকে আর কিছুটা এভাবে বলতে শুনা যায়: ✯ মনে হচ্ছে অমুক আমার ব্যবসার উন্নতি সহ্য করতে পারছে না ✯ আমার গ্রাহক ভাগিয়ে নিচ্ছে ✯ জেনে শুনে দাম কম বলে আমার গ্রাহক নষ্ট করে দিচ্ছে ✯ নিজে ভেজাল মাল বিক্রি করছে কিন্তু ✯ আমার গ্রাহককে বিষিয়ে তোলার জন্য আমার পণ্যকে ভেজাল বলে বেড়ায় ✯ বদমাশি করে আমার দোকানের সামনে ভাসমান দোকান বসিয়ে দিয়েছে ✯ সে চায় যে, ব্যস কোনভাবে যেনো আমি এই দোকান ছেড়ে দিই ✯ সে এমন কুদৃষ্টি দিয়েছে যে, গ্রাহক আমার দোকানের

www.dawateislami.net

কাছেও আসছে না ✯ ঐ সামনের দোকানীকে যখনই দেখি হাতে তাসবীহ নিয়ে কিছু পাঠ করে করে আমার দোকানের দিকে ফুঁক মারতে থাকে ✯ সেদিন তো রীতিমতো জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়েছিলো, দু'একবার আমার দোকানের দিকে তাকিয়েও ছিলো, সম্ভবত সে যাদু করে আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে!

হে আশিকানে রাসূল! এ বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে, যিকির আযকার, নামায ও পবিত্র কালামের মাধ্যমে যাদু হতেই পারেনা অতএব কোন মুসলমানের ব্যাপারে কুধারণা, গীবত, অপবাদ ইত্যাদির গুনাহে লিপ্ত হবেন না, নিজের দৃষ্টি **আল্লাহ পাকে**র উপরই রাখুন।

হুকুকুল ইবাদ! আহ! হোগা মেরা কিয়া!
করম মুঝ পে কর দেয় করম ইয়া ইলাহী
বড়ি কৌশিশে কি গুনাহ ছৌড়নে কি
রাহে আহ! নাকাম হাম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪) গান পয়েন্টে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়া যুবক

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করা, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত শিখতে ও শিখানোর জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন যাপন ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য নেক আমল পুস্তিকা অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণ করে পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই নিজের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। সুন্নাত শিখা ও শিখানোর জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন, আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি, প্রয়োজনে বাক্যকে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে, অতএব লিয়ারীর (করাচী) এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে মদ্যপায়ী ছিলো, বেনামাযী ছিলো, চুরি করতো এবং গান পয়েন্টে মোবাইল ছিনিয়ে নিতো, আরো অনেক মন্দ কাজের অভ্যস্ত ছিলো, সে নিজের জীবনের চার বছর এই কাজেই অতিবাহিত করে দিলো, অতঃপর তাকে এক ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় সফর করার

www.dawateislami.net

উৎসাহ প্রদান করলো আর সে এক মাসের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো, মাদানী কাফেলায় সে অনেক প্রশান্তি লাভ করলো, সে গুনাহ থেকে পাক্কা তাওবা করে নিলো, অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় তার ফয়যানে মদীনায় (করাচী) তরবিয়্যতি কোর্স করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরাতে
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রেরণা

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলারও কী অপূর্ব বাহার! যেমনিভাবে মাদানী কাফেলার বরকতে নেককার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, তেমনিভাবে এতে নেকীর দাওয়াত প্রচারের প্রেরণাও অর্জিত হয় এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করাতে সাওয়াবই সাওয়াব, এ প্রসঙ্গে চারটি হাদীসে মুবারকা উপস্থাপন করা হলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী

(১) নেকীর পথ প্রদর্শনকারী নেকী সম্পাদনকারীর ন্যায়। (তিরমিযী, ৪/৩০৫, হাদীস ২৬৭৯) (২) যদি **আল্লাহ পাক** তোমার

www.dawateislami.net

মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়ত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের থাকার চেয়েও উত্তম। (মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪০৬) (৩) নিশ্চয় **আল্লাহ পাক, তাঁর** ফিরিশতা, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকুল, এমনকি পিঁপড়ারাও তাদের গর্তে এবং মাছেরাও (পানিতে) মানুষদেরকে নেকী শিক্ষাদানকারীর জন্য "সালাত" প্রেরণ করে থাকে। (তিরমিযী, ৪/৩১৪, হাদীস ২৬৯৪) হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** "সালাত" দ্বারা **তাঁর** বিশেষ রহমত এবং সৃষ্টি জগতের "সালাত" দ্বারা বিশেষ রহমতের দোয়া উদ্দেশ্য। (মিরাতুল মানাজীহ, ১/২০০) (৪) উত্তম সদকা হলো যে, মুসলমান জ্ঞানার্জন করলো অতঃপর নিজের মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দিলো। (ইবনে মাজাহ, ১/১৫৮, হাদীস ২৪৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) ইমাম আযমের তাঁর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর সাথে উত্তম আচরণ

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা মিনা শরীফের মসজিদুল খাইফে অবস্থান করছিলেন, এক ব্যক্তি এসে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর

www.dawateislami.net

উত্তর দিলেন, অতঃপর কেউ বললো: এটি হযরত হাসান বসরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উত্তরের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বললেন: এ মাসআলাটিতে হাসান বসরী (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) ইজতিহাদি ভুল করেছেন। অতঃপর আরেকজন লোক আসলো, সে তার চেহারা ঢেকে রেখেছিলো, সে তাঁকে গালি দিলো এবং বললো: তুমি হাসান বসরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে ভুলকারী বলছো। কিন্তু তাঁর সহ্য ক্ষমতা এমন ছিলো যে, তাঁর চেহারায় কোন রাগ পরিলক্ষিত হলো না। উপস্থিতরা রেগে গিয়ে সেই বেআদবকে মারতে গেলো, ইমাম আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং সে লোকটিকে বললেন: "হাসান বসরী (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর ইজতিহাদী ভুল হয়েছে এবং হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এই ব্যাপারে যা বর্ণনা করেছেন, তাই বিশুদ্ধ।" (আল মানাকিব লিল মওফিক, ২/৯) **আল্লাহ পাকের রহমত** তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাগ দমন করারও অসংখ্য ফযীলত!

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! কোটি কোটি হানাফীদের মহান ইমাম হযরত ইমামে আযম, ইমাম

www.dawateislami.net

আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা! অথচ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চাইলে তবে লোকেরা পিটিয়ে তার হাঁড়গোড় চুরমার করে দিতো কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা করতে দেননি। যখন কেউ নিজের মানহানি করে, স্বভাবতই রাগ চলে আসে, কিন্তু এমতাবস্থায় রাগ দমন করে এর ফযীলত অর্জন করা উচিৎ। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম অংশের ১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখবে, **আল্লাহ পাক** তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন আর যে ব্যক্তি তার রাগ দমন করবে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাকে **তাঁর** আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র নিকট অপারগতা প্রকাশ করবে, **আল্লাহ পাক** তার অপারগতা কবুল করবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৩১৫, হাদীস ৮৩১১)

ইমাম আযম কি হাসান বসরীর গীবত করেছিলেন?

উল্লেখিত ঘটনায় ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাসান বসরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর এই বলে গীবত করেছে যে, "তিনি ইজতিহাদি ভুল করেছেন", কিন্তু তা জায়িয গীবত

www.dawateislami.net

ছিলো, কেননা একজন মুফতি শরীয়াতের মাসআলায় ভুল করলে অন্য মুফতি তা খন্ডন করতে পারে। যেমনটি **'বাহারে শরীয়াত'** ১৬তম অংশের ১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী), মামলার (Case) সাক্ষী ও গ্রন্থকারদের সমালোচনা করা এবং তাদের ভুলভ্রান্তি বর্ণনা করা জায়িয যদি বর্ণনাকারীদের ভুলভ্রান্তি বর্ণনা করা না হয়, তবে হাদীস বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ এর মাঝে পার্থক্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে গ্রন্থকারের অবস্থা যদি বর্ণনা করা না হয়, তবে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য কিতাবের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। সাক্ষীদের যদি সমালোচনা করা না হয়, তবে মুসলমানের অধিকার রক্ষা হবেনা।

হাসদ কি বিমারী বড় চলি হে লড়ায়ী আপস মে টন গেয়ী হে
শাহা মুসলমান হো মুনাজ্জম, ইমাম আযম আবু হানিফা
ফযুল গোয়ি কি নিকাল আ'দত, হো দূর বে জা হাসি কি খাসলত
দুরূদ পড়তা রহো মে হরদম ইমাম আযম আবু হানিফা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৩-৫৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوۡبُوۡا اِلَى الله! اَسۡتَغۡفِرُ الله

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬) ইমাম আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কখনো শত্রুরও গীবত করেননি

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গীবত থেকে এত বেশি বেঁচে থাকতেন যে, আমি কখনো তাঁকে শত্রুর গীবত করতেও শুনিনি। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/৭৭)

অর্ধেক জগতবাসীর চেয়েও ইমাম আযমের জ্ঞান বেশি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রজ্ঞা ছিলো অনন্য! নিঃসন্দেহে জ্ঞানী সেই, যে নিজেকে **আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখে, অন্যথায় তো সে নির্বোধ নয় শুধু নির্বোধেরই সর্দার, যে মুসলমানের গীবতে লিপ্ত হয়ে নিজের নেকী সমূহ নষ্ট করে জাহান্নামের অধিকারী হয়। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৬৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'হিকায়াতেঁ অউর নসিহতেঁ'** এর ৩৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আলী বিন আসিম

www.dawateislami.net

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি অর্ধেক জগতবাসীর জ্ঞানের সাথে ইমাম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের তুলনা করা হয়, তবুও তাঁর জ্ঞান বেশি হবে।

(তাবিদুস সহিফাতি ফি মানাকিবিল ইমাম আযম আবী হানিফা লিস সুয়ূতি, ১২৮ পৃষ্ঠা)

গীবতেঁ মত কিজিয়ে পচতায়েঙ্গে গুপ আন্ধেরি কবর মে জব জায়েঙ্গে
সাপ বিচ্ছু দেখ কর চিল্লায়েঙ্গে বে'বচি হোগি না কুছ কর পায়েঙ্গে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) কবরবাসীরা গীবত করে না

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৬৪৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কিতাব **'হিকায়তেঁ অউর নসিহতেঁ'** এর ৪৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সিররী সাক্‌তী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "একদা আমি কবরস্থানে গমন করলাম। সেখানে আমি হযরত বাহলুল দানা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে দেখলাম যে, একটি কবরের পাশে বসে মাটিতে লুটোপুটি করছেন! আমি এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন: "আমি এমন সম্প্রদায়ের পাশে রয়েছি, যারা আমাকে কষ্ট দেয়না আর যদি আমি এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাই তবে আমার গীবত করেনা।" (আর রওযুল ফায়িক, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سُبۡحٰنَ الله! **আল্লাহ** ওয়ালাদের কীরূপ সুন্দর চিন্তাধারা ছিলো, আসলেই কবরস্থানে সময় অতিবাহিতকারীর নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ আসার পাশাপাশি গীবত থেকে বেঁচে থাকারও সৌভাগ্য নসীব হয়ে থাকে, তারা না কারো গীবত করে আর না কবরবাসীরাও তার গীবত করে।

মওত কো মত ভুলনা পচতাও গে কবর মে এ্যয় আ'চিও! জব যাওগে
সাপ বিচ্ছু দেখ কর ঘাবড়াও গে ভাগ না হারগিয ওয়াহা সে পাওগে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) আমি নামায থেকে পালাতাম

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস দূর করা, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত শিখা ও শিখানোর জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন যাপন করা ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল

www.dawateislami.net

করে প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই নিজের যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমনটি মিলসী জিলা ওহাটি (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই খারাপ বন্ধুদের বন্ধুত্বের শিকার ছিলো, সেই বন্ধুরা তাকে গাঁজা ও মদ পান করাতো, রাতে বড় ভাইয়ের সাথে দোকানে কাজ করতো আর দিনে নেশা করে ঘুরে বেড়াতো বা সারাদিন ঘরে ঘুমিয়ে থাকতো। রাতে যখন সে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকতো তখন মা কান্না করে করে বুঝাতো যে, নেশা করা ছেড়ে দাও এবং তার সংশোধনের দোয়া করতো, পিতাও তার নেশা করার কারণে অসন্তুষ্ট থাকতো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের দোকান তাদের দোকানের পাশেই ছিলো, সে তাকে নামাযের দাওয়াত দিতো এবং মসজিদে নামাযের জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো কিন্তু সে রাস্তা থেকে পালিয়ে চলে আসতো। একবার সেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ তাকে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের মানসিকতা প্রদান করলো, সে প্রস্তুত হয়ে গেলো, মুবাল্লিগ তাকে ওয়াগনে বসিয়ে ফয়যানে মদীনা (মুলতান শরীফ) যাত্রা

www.dawateislami.net

করলেন, সেখানে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করলে অন্তরে ভাল প্রভাব পড়লো, সেখান থেকেই তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলো, দাঁড়ি সাজানোর নিয়্যত করলো, মাথায় পাগড়ী শরীফ বেঁধে নিলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সত্য অন্তরে মন্দ কাজ থেকে তাওবা করে নিলো। যখন সে মাদানী কাফেলা থেকে ঘরে ফিরে আসলো তখন পরিবারের লোকেরা অনেক খুশি হলো। (তাওবা করার) পূর্বে সে মোবাইলে গান ও সিনেমা রেকর্ড করে রেখেছিলো, তা সবকিছু ডিলেট (Delete) করে নাত রেকর্ড করিয়ে নিলো। খারাপ বন্ধুদের বন্ধুত্বও ছেড়ে দিলো। আগে রিক্সা করে বন্ধুদের জন্য মদ আনতে যেতো এখন সেই রিক্সায় ইসলামী ভাইদের নিয়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ফয়যানে মদীনা (মিলসী) নিয়ে যেতে লাগলো। নেশা ছাড়ার পূর্বে লোকেরা তাকে "নেশাখোর" বলতো, এখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা বলে, এখন পরিবারের লোকেরাও তার প্রতি খুশি। (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে এসে তার গুনাহ থেকে বাঁচার সৌভাগ্য হলো, প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরকারী হয়ে গেলো, এক বছরে কুরআনে করীমের নাযেরাও পাঠ করে

www.dawateislami.net

নিলো এবং একটি যেলী হালকার মুশাওয়ারাতের নিগরান হওয়ার সৌভাগ্যও নসীব হলো।

আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকত! **আল্লাহ পাকের** ইবাদত থেকে দূরে থাকা লোকের জীবনে কিভাবে নেকীর বসন্ত এসে গেলো! আগে সে নামায থেকে পালিয়ে বেড়াতো, এখন নামাযের দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে গেলো, প্রত্যেক মুসলমানের নামায পড়া উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله নামাযের বরকতে খারাপ অভ্যাসও দূর হয়ে যাবে, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ২১তম পারা সূরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা ২৭, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

প্রিয় নবীর অনুসরনে শুকনো ডাল নাড়লেন

নামাযের ফযীলতের কথাই বা কি বলবো! **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"জান্নাতে যাওয়ার আমাল"** এর ৭৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আবু উসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বলেন: আমি হযরত সালমান

www.dawateislami.net

ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই গাছের একটি শুকনো ডাল ধরলেন ও নাড়া দিলেন, এতে এর পাতা ঝড়ে পড়লো, অতঃপর বললেন: হে আবু উসমান! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, আমি এরূপ কেন করলাম? আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি এরূপ কেন করলেন? তখন তিনি বললেন: একদা আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও এভাবে করেছেন এবং সেই গাছের একটি শুকনো ডাল ধরে নেড়েছেন এমনকি এর পাতা ঝড়ে গিয়েছিলো, অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে সালমান! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, আমি এই কাজ কেন করলাম? আমি আরয করলাম: আপনি এরূপ কেন করলেন? ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় যখন মুসলমান ভালভাবে ওযু করে ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তখন তার গুনাহ সমূহ এভাবেই ঝরে পড়ে, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে পড়লো। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারকা পাছ করলেন:

www.dawateislami.net

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰی لِلذّٰكِرِیۡنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে, নিশ্চয় সৎকাজগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় অসৎ কাজগুলোকে, এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য উপদেশ।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/১৭৮, হাদীস ২৩৭৬৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

تُوۡبُوۡا اِلَی الله! اَسۡتَغۡفِرُ الله

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

(৯) গীবতের কারণে কবর জগতে বন্দীদশা

আশিকানে রাসূলে দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"আসুউকা দরিয়া"** কিতাবে রয়েছে: ফকিহ আবুল হাসান আলী বিন ফারহুন কুরতুবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর **"আয যাহের"** কিতাবে বলেন: আমি ৫৫৫ হিজরীতে 'ফাচ শহরে" মৃত্যুবরণকারী আমার চাচাকে স্বপ্নে দেখলাম: ঘরের ভেতর এসেছেন ও দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে গেলেন, আমিও তার সামনে বসে গেলাম, আমি তার বিকৃত বর্ণ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: চাচাজান!

www.dawateislami.net

আপনি আপনার **দয়ালূ প্রতিপালকের** কাছ থেকে কি পেয়েছেন? বললেন: বৎস! **দয়ালূর** নিকট **দয়া** ব্যতীত আর কি পাওয়া যায়, **আল্লাহ পাক** গীবত ব্যতীত অন্য সব কিছুতেই আমার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেছেন, আমি মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত শুধু গীবতের কারণে বন্দীদশায় রয়েছি, এখনো পর্যন্ত আমার এই গুনাহ ক্ষমা হয়নি। বৎস! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি: গীবত ও চুগলি থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা আমি আখিরাতে গীবতের চেয়ে বেশি আর কোন কিছুতেই কঠোরতা দেখিনি। একথা বলে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। (বাহরুদ দুমু, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

গুপ আন্ধেরা হি কিয়া ওয়াহ্শত কা বসিরা হো গা
কবর মে কেয়সে একেলা মে রহোঙ্গা ইয়া রব!
গর কাফন ফাড় কে সাপোঁ নে জমায়া কবযা
হায় বরবাদি! কাহাঁ যাকে চুপোঙ্গা ইয়া রব!
ডংক মাচ্ছর কা ভি মুঝ সে তো সাহা যাতা নেহি
কবর মে বিচ্ছু কে ডংক কেয়সে সহোঙ্গা ইয়া রব!
গর তু নারায হুয়া মেরি হালাকত হোগি
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জলোঙ্গা ইয়া রব!
আ'ফু কর অউর সদা কেলিয়ে রাযী হো জা
গর করম করদেয় তু জান্নাত মে রহোঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০) হিজড়ার প্রেমে ফেঁসে যাওয়ার কারণে

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! গীবত মৃত্যুর পর কিভাবে ফাঁসিয়ে রাখলো! গীবত, চুগলি, কুধারণা ইত্যাদি এমন অনাকাঙ্খিত বিপদ যে, অনেকসময় মানুষকে জীবদ্দশায়ও ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আরো গুনাহের ভয়ানক গর্তে নিক্ষেপ করে দেয়, যেমনটি হযরত শায়খ আবু কাসেম কুসাইরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; শায়খ আবু জাফর বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের বলখ শহরে একজন যুবক ছিলো। সাধারণত সে অনেক ইবাদত ও রিয়াযত করতো কিন্তু গীবতের আপদে লিপ্ত ছিলো, সে প্রায়ই বলতো: অমুক এমন, অমুক তেমন। একদিন আমি তাকে মানুষের কাপড় ধৌতকারী হিজড়াদের কাছ থেকে বের হতে দেখলাম, আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলতে লাগলো: এটা মানুষের সমালোচনা অর্থাৎ গীবত করার শাস্তি যে, আমাকে এই অবস্থায় নিক্ষেপ করে দেয়া হয়েছে, আফসোস! আমি তাদের মধ্যে একজন হিজড়ার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, সেই হিজড়ার প্রেমে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আমি এই ধোপা হিজড়াদের সেবা করছি এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পূর্বে আমার যে আধ্যাত্মিক অবস্থা অর্জিত ছিলো, তা সবই চলে

www.dawateislami.net

গেছে। অতএব আপনি **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করুন যে, আমার প্রতি যেনো দয়া করেন। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

গীবত তো গ্রাস করে নেয়নি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! গীবতের ধ্বংসলীলা একজন ইবাদত ও রিয়াযতকারী যুবককে হিজড়ার প্রেমে ফাঁসিয়ে দিলো! গীবতের অশুভ থাবার কারণে সে ইবাদতের স্বাদ থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেলো। এখানে ঐসকল ইসলামী ভাইয়েরা ভাবুন, যারা পূর্বে সুন্নাতে ভরা বয়ান, **প্রিয় নবীর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাত শরীফ পাঠ, **আল্লাহ পাকের** যিকির ও দোয়ায় একনিষ্ঠতা অর্জন করতো কিন্তু এখন এরূপ অবস্থা নেই বরং তার অন্তর সর্বদা গুনাহের দিকে ধাবিত থাকে, তাদেরকে "গীবত" এর আপদ গ্রাস করেনি তো! সত্যিকার তাওবা করুন যে, **আল্লাহ পাকের** রহমত অনেক বড়।

গুনাহো নে মেরি কোমর তোড় ডালি মেরা হাশর মে হোগা কিয়া ইয়া ইলাহী
ইয়ে দিল নেকীয়ো মে নিহি লাগ রাহা হে ই'বাদত কা দেয় দেয় মযা ইয়া ইলাহী
মুঝে বখশ দেয় বেসবব ইয়া ইলাহী না করনা কভী ভি গযব ইয়া ইলাহী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আখেরী নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

কোন নেক কাজকে কখনো ছোট মনে করো না, যদিবা সেটা তোমার আপন ভাইয়ের সাথে উৎফুল্লতার সাথে সাক্ষাৎ করা হোক না কেন।

(মুসলিম, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৬৯০)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net